1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

ইহরাম

নির্দেশিকা



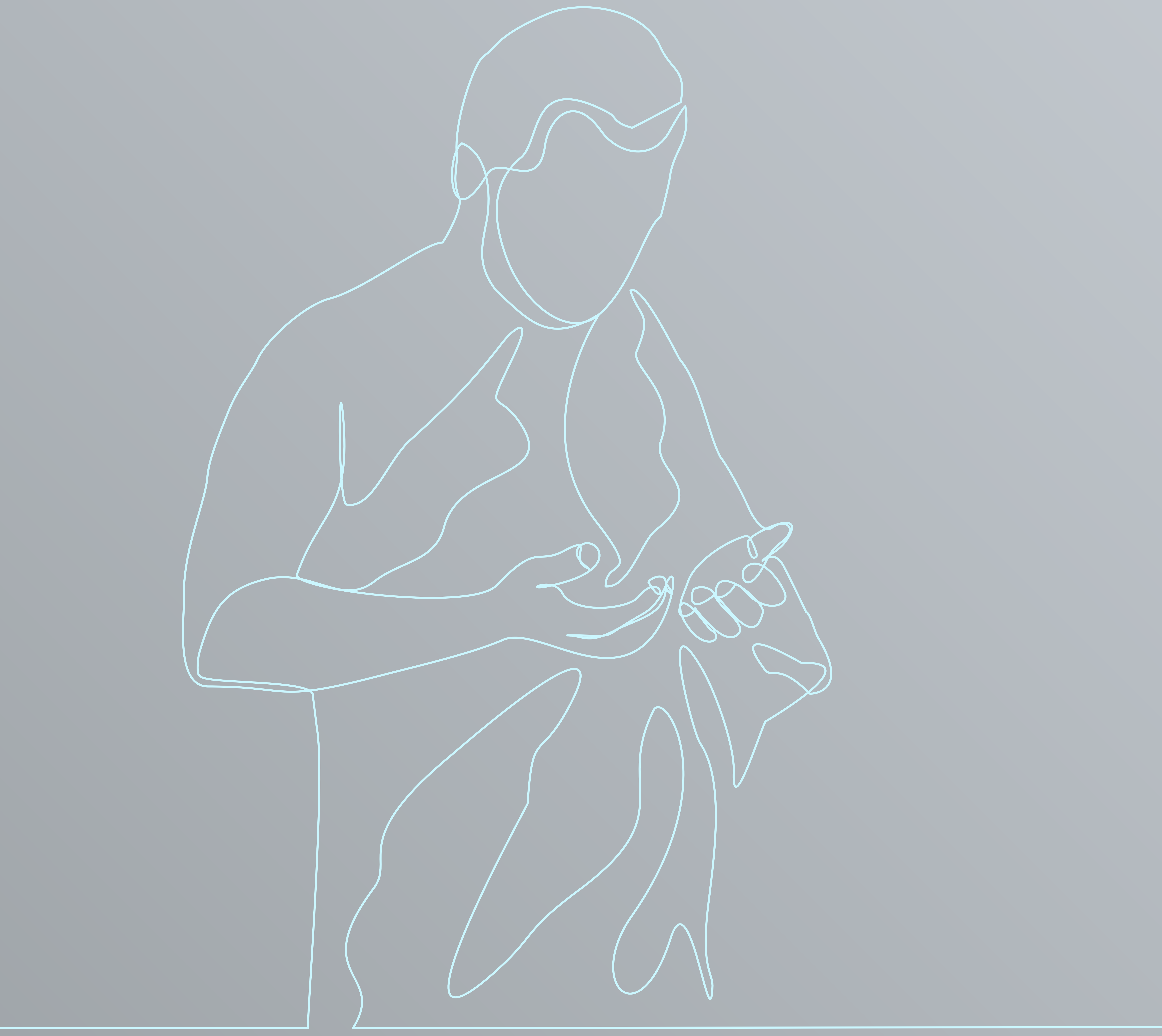
কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN



ভূমিকা

ইহরাম হলো আপনার ঈমানদীপ্ত যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। এটি একটি আধ্যাত্মিক আমল যার মধ্য দিয়ে আপনি হজ ও উমরার মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ ইবাদত শুরু করবেন। যে ইবাদত আল্লাহ তাআলা নিষ্ঠার সঙ্গে এবং কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ‘তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পাদন করো’।

বক্ষ্যমাণ নির্দেশিকাতে আপনি ইহরাম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয় জানতে পারবেন।

সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন









মীকাতসমূহ



ইহরামের
নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ



দেহের চামড়া ছিলে যাওয়া
ও ত্বকের নানান প্রদাহ থেকে
সুরক্ষা



মুহরিমের
আদবসমূহ



গুরুত্বপূর্ণ ফোন
নাম্বারসমূহ



ইহরাম কী?

১ এটা হজ্জ কিংবা উমরা ইবাদতের সূচনা। অর্থাৎ কেউ হজ্জ কিংবা উমরা শুরুর নিয়ত করবে এবং তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করবে- এটাই ইহরাম।

২ এক্ষেত্রে কর্তব্য হলো যেই ইবাদতের নিয়ত করবে তালবিয়ার শুরুতে সেটার নাম স্পষ্ট করবে। যেমন বলবে, ‘লাব্বাইকা উমরাতান’ অথবা ‘লাব্বাইকা হাজ্জান’। এভাবে কেউ হজ্জ কিংবা উমরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেছে বলে গণ্য হবে।



৩ ইহরামের নিয়ত করার আগে গোসল কিংবা উযু করা সুন্নাত।

৪ কেবল ইহরামের নিয়তের মাধ্যমেই হজ্জ বা উমরা শুরু হয়ে যাবে। ফলে তখন থেকেই ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন সকল বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে।



ইহরামের পোশাক

মুহরিম ব্যক্তি দুই টুকরো কাপড় পরিধান করবে। একটি হলো লুঙ্গি যা দেহের নিম্নাংশে জড়াবে। আরেকটি হলো চাদর যা দিয়ে ওপরের অংশ ঢাকবে। এটা সাদা হওয়া উত্তম।

ইযার' বা নিচের অংশের কাপড়কে শরীরে মজবুত করে বাঁধার জন্য কোমরে ফিতা বা বেল্টের ব্যবহার বৈধ। চাইলে তাতে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মোবাইল, অর্থ ইত্যাদিও রাখা যেতে পারে।



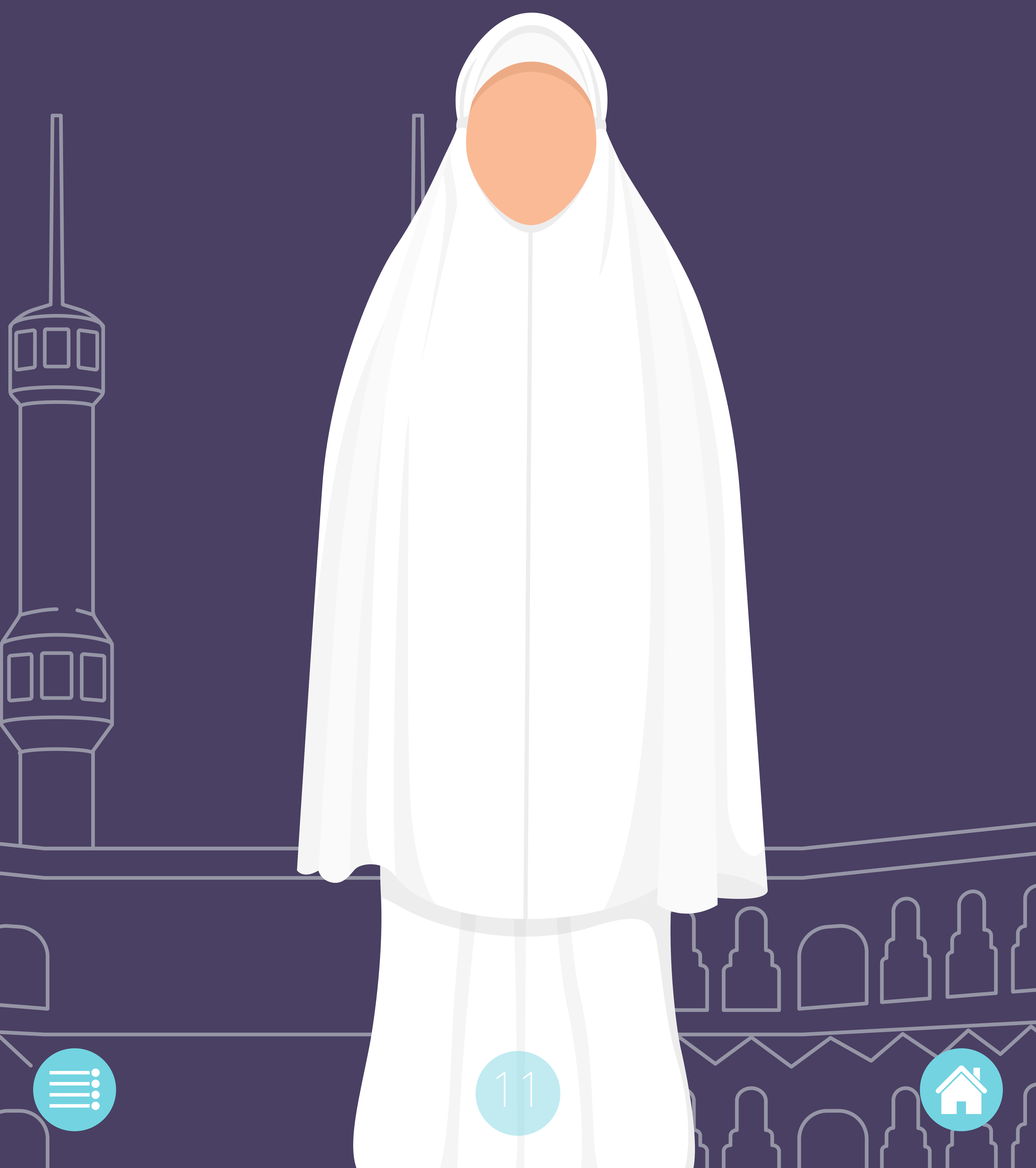
ইহরামের কাপড়ের ক্ষেত্রে জগতের সকল মানুষ সমান। অর্থ ও বর্ণ কোনো কিছু তাদেরকে আলাদা করতে পারে না। সবাই এক পোশাকে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া ও মোনাজাত করবে।



নারীরা যে কোনো পোশাক পরে ইহরাম বাঁধতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো:

১ হাঁটার ক্ষেত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি না করে এমন ঢিলেঢালা ও দেহ আবৃতকারী হওয়া।

২ তাতে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক সৌন্দর্য না থাকা।





শর্ত রাখা

যদি হজ কিংবা উমরাকারীর এমন আশংকা থাকে যে, অসুস্থতা কিংবা শরঈ উজর অথবা নিজের ইচ্ছার বাইরে যে কোনো কারণে সে হজ বা উমরা সম্পন্ন করতে নাও পারে, তবে এমতাবস্থায় ইহরামের নিয়তের ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দিতে পারে। যেমন 'লাব্বাইকা উমরাতান' বা 'লাব্বাইকা হাজ্জান' এর পরে বলবে:

'যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে তবে যেখানে প্রতিবন্ধকতা আসবে সেটাই আমার গন্তব্যস্থল' (যে কোনো ভাষাতে এটা বলা সম্ভব)

যদি নিয়তের ক্ষেত্রে এমন শর্ত রাখে এবং পরে বাস্তবেই পথে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে যেকারণে হজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে সেখানেই ইহরাম শেষ করা বৈধ। এতে কোনো অপরাধ হবে না।





তালবিয়া

তালবিয়া হলো: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক'- বলা।

তালবিয়ার অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছি! আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমরা আপনার একত্ববাদ ও ইবাদতের স্বীকৃতি দিচ্ছি। আপনার পূর্ণ রাজত্বের প্রতি আত্মসমর্পণ করছি। এটা হাজীদের এক মহাগুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন যার মাধ্যমে তারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক করুণাময় আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের ঘোষণা দেয়।

পুরুষরা উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন; আর নারীরা নিম্নস্বরে।

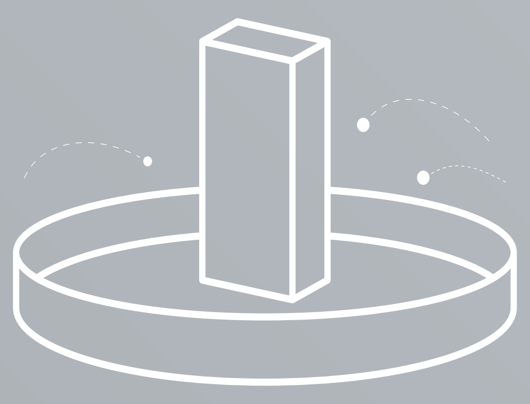
ইহরাম শুরুর সঙ্গে তালবিয়া শুরু হয়।

তালবিয়া শেষ হয়:



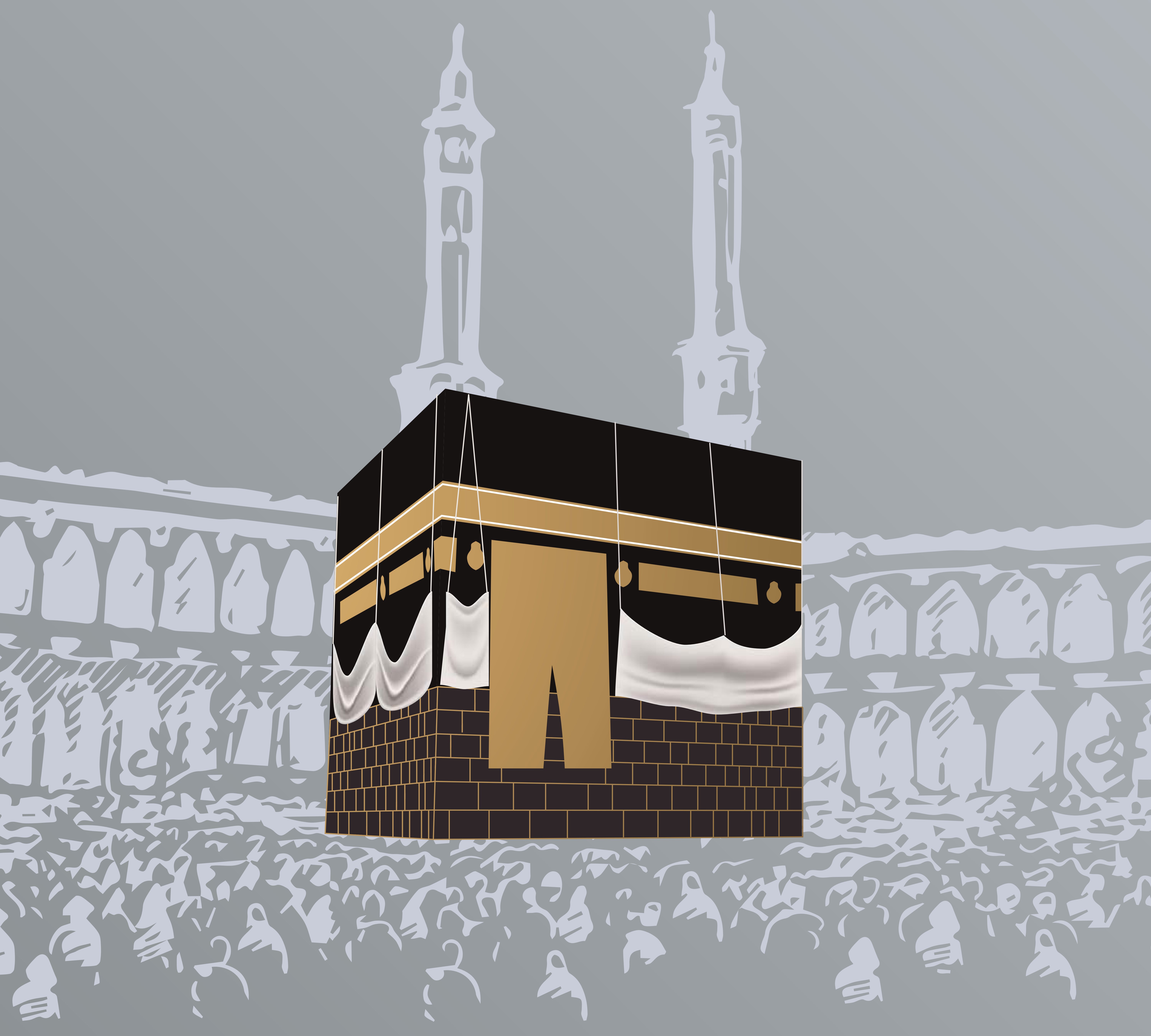
উমরার ক্ষেত্রে:

বাইতুল্লাহ দর্শনের মাধ্যমে।



হজ্জের ক্ষেত্রে:

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে।





মীকাতসমূহ

আল্লাহর ঘরের সম্মানার্থে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় পৌঁছার আগে কিছু জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন হজ্জ ও উমরার জন্য আগতরা প্রথমে সেখানে উপস্থিত হন। সেখান থেকে ইহরাম বাঁধেন। তালবিয়ার ঘোষণা দিতে থাকেন। এভাবে হারামে প্রবেশের আগেই তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন। আগমনের স্থান ভেদে এসব প্রস্তুতিমূলক স্থানও (মীকাত) ভিন্ন হয়ে থাকে।

যারা মক্কা থেকে দূরে বসবাস করেন তাদের জন্য এসব মীকাত কিংবা এগুলোর বরাবর জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। সুতরাং স্থল হোক কিংবা আকাশপথ হোক এসব মীকাত বরাবর স্থানে এসে গেলেই ইহরাম বাঁধতে হবে। ইহরাম ছাড়া এসব স্থান অতিক্রম করবে না।

অন্যান্য দেশ থেকে জেদ্দায় আসা বিমানগুলো সাধারণত মীকাত বরাবর স্থানে আসলে ঘোষণা দেয়। ফলে হাজী কিংবা উমরাকারীরা তখন ইহরাম বেঁধে নেন।



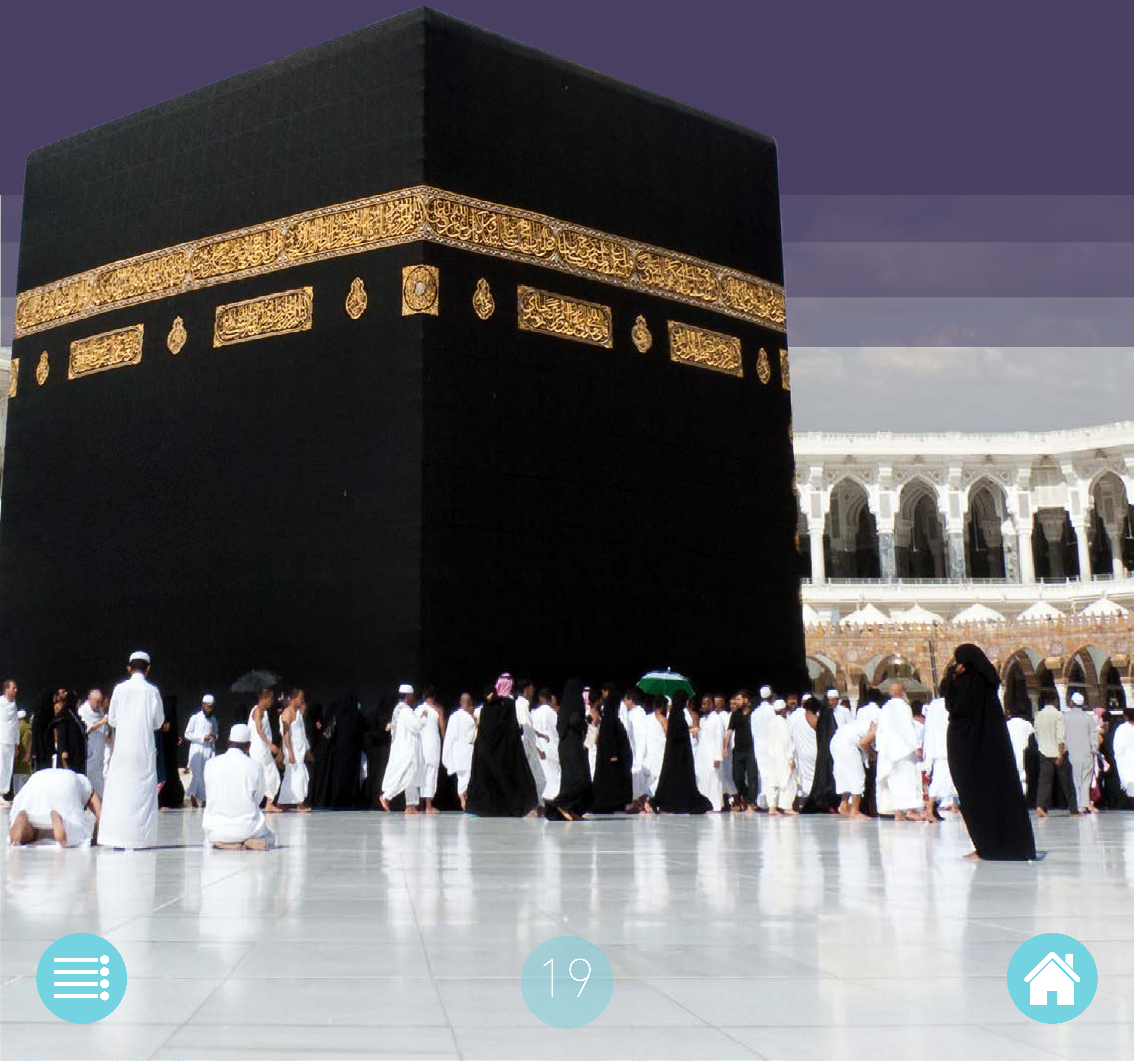


ইহরামের ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত:

১ মক্কার ভেতরে অবস্থানকারী: তিনি হারাম সীমানার বাইরে সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। উদাহরণত তানঈমে অবস্থিত আয়েশা মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধতে পারেন।

২ মক্কা ও মীকাতের মাঝামাঝি অবস্থানকারী: তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য যেখানে আছেন সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবেন।

৩ মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী। তিনি মীকাত কিংবা মীকাত বরাবর স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।




যুল হুলাইফা
জুহফা
যাতু ইরক
১ হারাম সীমার ভেতরের অঞ্চল
২ মক্কা ও মীকাতের মাঝামাঝি অঞ্চল
ইয়ালামলাম
করনুল মানাযিল
৩ মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী।

১ যুল হুলাইফা এটা মদীনাবাসীদের মীকাত। মক্কা থেকে ৪২০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

২ আল-জুহফা শাম কিংবা এ পথে আগত লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে ১৮৭ কি.মি. দূরে অবস্থিত। বর্তমানে মানুষ ২০৪ কি.মি. দূরে রাবেগ থেকে ইহরাম বাঁধেন।

৩ করনুল মানাযিল নজদ এবং এপথে আগত লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে ৯৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

৪ ইয়ালামলাম ইয়েমেন এবং এপথে আগত লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে ১১৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

৫ যাতু ইরক ইরাক ও এপথে আগত লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে ৯২ কি.মি. দূরে অবস্থিত।




QASABA SOUTH ENTERANCE



ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

সাধারণ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

সহবাস

বিবাহের আকদ

শিকার হত্যা

মাথা মুণ্ডানো ও নখ কাটা

সুগন্ধি ব্যবহার

পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ



মাথা ঢাকা



দেহের মাপে সেলাই করা কাপড় পরিধান করা।

নারীদের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

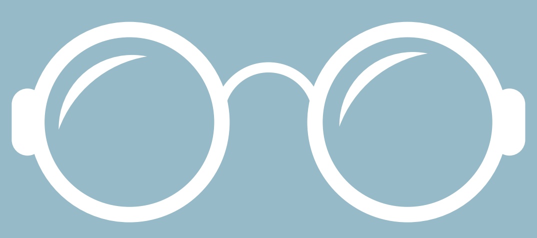


মুখমণ্ডল ঢাকা

ইহরামের জন্য নিষিদ্ধ নয়



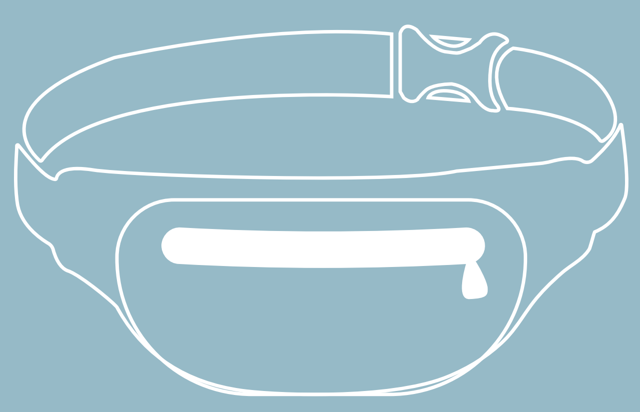
গোসল করা



চশমা, আংটি ও ঘড়ি পরা



ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা



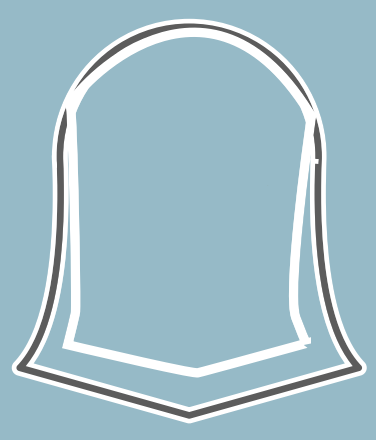
বেল্ট কিংবা মানিব্যাগ কোমরে বাঁধা



জুতো পরা



ছাতা মাথায় দেয়া



ফিতনার ভয়ে নারীর মুখ ঢাকা



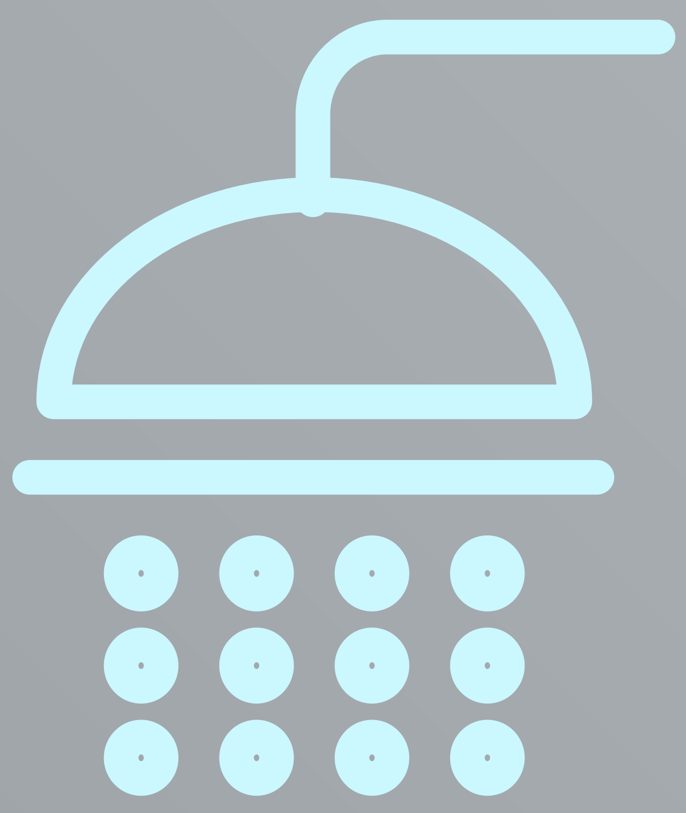
দেহের চামড়া ছিলে যাওয়া ও ত্বকের নানান প্রদাহ থেকে সুরক্ষা

হাজী ও উমরাকারীদের দেহের নানান স্থানের চামড়া ছিলে যাওয়া ও ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া কমন রোগে পরিণত হয়েছে। বিশেষত যারা স্থূলতা কিংবা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা প্রকট। ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। দুই উরু কিংবা বগল বা স্তনের নিম্নদেশ লাল হয়ে যায়। কখনো কখনো চুলকায় ও ব্যথা সষ্টি হয়।

সুরক্ষার উপায়



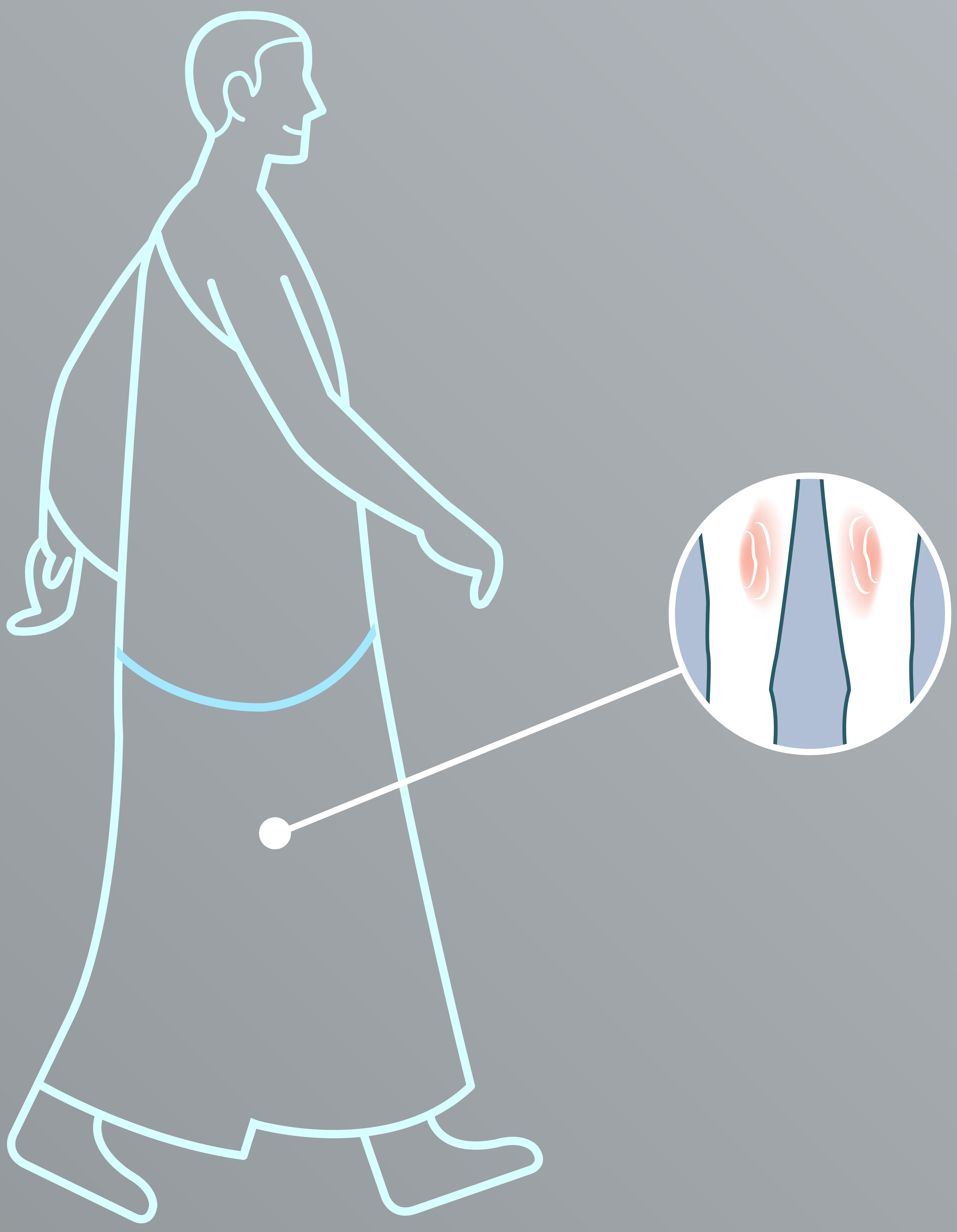
উরু ও বগলসহ দেহের এসব জায়গায় বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।



ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নবান থাকা। হাঁটার পূর্বে ক্রিম ব্যবহার করা।



আক্রান্ত হলে প্রতিষেধক ক্রিম (অয়েনমেন্ট) ব্যবহার করা। ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে আক্রান্ত স্থান ভালো করে ধোয়া।





মুহরিমের

আদবসমূহ

ইহরামের মাধ্যমে হাজ্জী ও উমরাকারী এক মহাগুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে প্রবেশ করে। তাই তার কথাবার্তা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণের প্রতি সবিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। সর্বাবস্থায় পুণ্যে মগ্ন থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

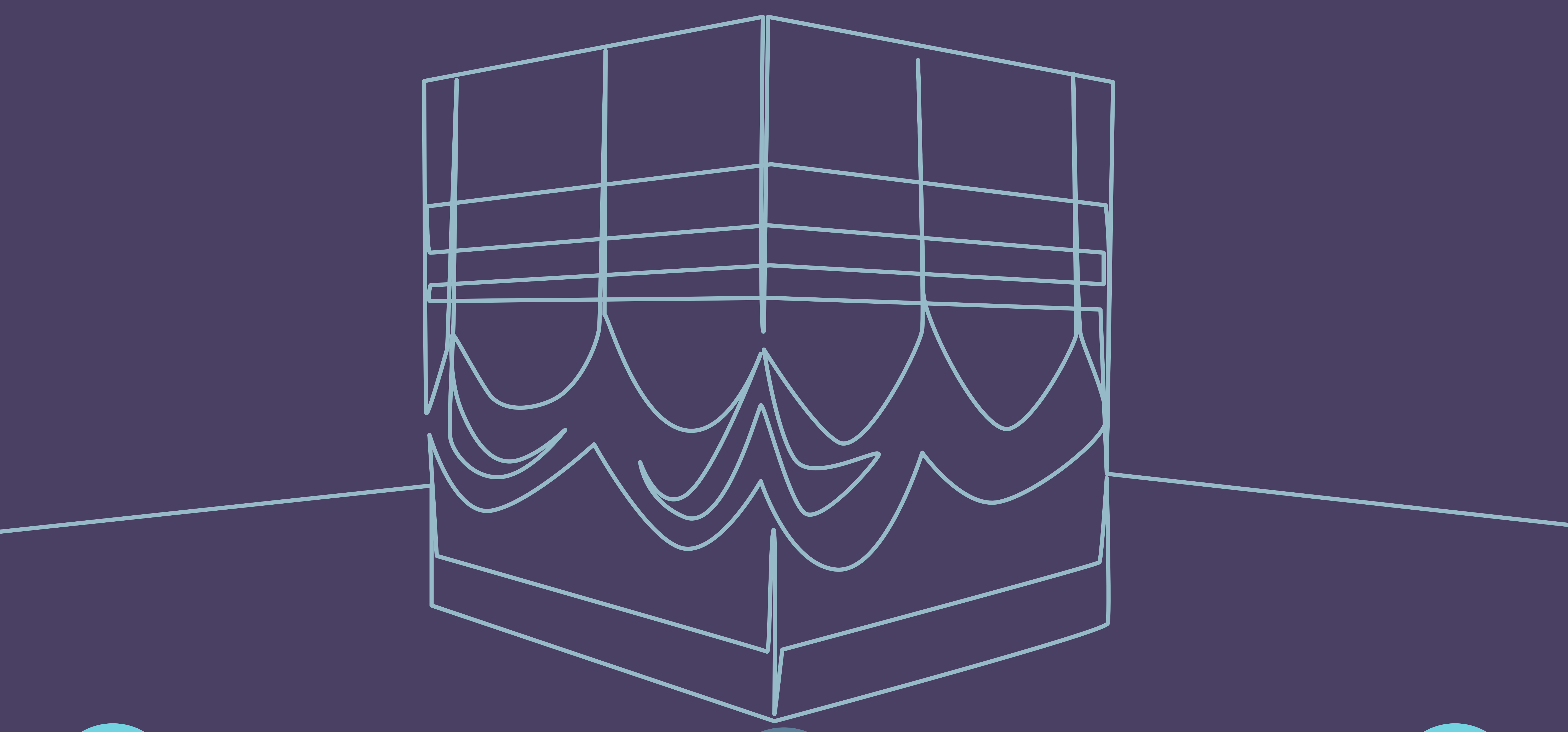
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

হজ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর’। (সূরা বাকারা ১৯৭)

১ সর্বাবস্থায় নিজের নিয়ত নবায়ন করুন ও একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান হোন। আপনার হজে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া, তাঁর অনুগ্রহ ও সওয়াবের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয়। লোক দেখানো কিংবা গৌরবের জন্য আপনি আসেননি। মানুষ বলবে, 'অমুক হজ্জ করেছে', কিংবা হাজী উপাধি দিবে সেজন্যও আসেননি।

২ হজের সকল বিধান জানার চেষ্টা করুন। কোনো কিছু না জানলে আপনার কাফেলার মাঝে যেসব আলিম থাকবেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। আমাদের এই নির্দেশিকা এবং অন্যান্য নির্দেশিকাতে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু জানতে পারবেন।

৩ মানুষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। বিশেষত কাফেলার সঙ্গীদের সাথে। ফলে তাদেরকে সালাম দিন। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন। ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করুন। যে কোনো প্রয়োজনে তাদেরকে সহায়তা করুন।



৪ সবরকমের পরিস্থিতিতে ধীর-স্থীরতা ও বিনম্রতা অবলম্বন করুন। যেমনটা রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ বিনম্র, তিনি বিনম্রতাকে ভালোবাসেন। বিনম্রতার মাধ্যমে যা লাভ করা যায় সহিংসতার মাধ্যমে তা লাভ করা যায় না। বরং বিনম্রতা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তা লাভ করা যায় না’।

৫ হজ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নীতি, কাফেলার দায়িত্বশীলদের দিক-নির্দেশনা মেনে চলুন। এতে যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। অন্যরা কষ্ট পাবে না।



গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat,Tax and Customs Authority

SFDA
الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH